২৫/১০/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

সম্পাদকীয়

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১০ কার্তিক ১৪০৮
২৫ অক্টোবর ২০০১

যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ার আশঙ্কা

২০০২ সালে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই না পৌছানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতি বছরই ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই পৌছানো নিয়ে সংকট দেখা দিচ্ছে। ২০০১ সালে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। নভেম্বর মাসে বই সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও গত বছর জানুয়ারি মাসেও এ সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

মঙ্গলবার ঢাকার একটা দৈনিক জানিয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্যাকেজ পদ্ধতিতে যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে এখনো তার কার্যাদেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কেবল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার জন্য প্রকাশকরা প্রায় দুসপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছেন। নিয়ম অনুযায়ী আগামী দেড় মাসের মধ্যে সারা দেশে বই পৌছে দেওয়ার কথা। একজন প্রকাশকের অভিমত, দুএকদিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া না গেলে প্রকাশকদের পক্ষে নতুন বই যথাসময়ে সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শিক্ষার্থীরা যাতে সময়মতো বই পায় সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর কথা বলেছেন। কিন্তু কাজের অগ্রগতি খুবই মন্থর। এদিকে প্যাকেজ পদ্ধতিতে যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল, বাংলাদেশ প্রেস সমিতি নামে একটি সংগঠন তা বাতিল করার দাবি জানিয়েছে। তারা তালিকাভুক্ত প্রেসের মাধ্যমে বই ছাপার দাবি তুলেছে।

এ বছর প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৩টি বিষয়ে ৪ কোটি ৭২ লাখ বই ছাপা হবে। গত ৬ সেপ্টেম্বর টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল, যার ফলে যথাসময়ে বই সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই পৌছাতে বেশ বিলম্ব হয়ে যাবে।

বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌছানো নিয়ে এই যে বছর বছর সংকট চলে আসছে, এটা সরকার ও প্রকাশকদের একটা ব্যর্থতার নজির। বাংলাদেশে সার্বিকভাবে যথাসময়ে বই মুদ্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াগুলো সবদিক থেকেই একটা অবহেলার শিকার। নতুন বইয়ের বেলায় যাদের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়, তাদের কাছ থেকে চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে। কাজ আদায় না করা গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের যে সুযোগ আছে সরকার তা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যবহার করে না। ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে নতুন বই তুলে দেওয়ার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এই অবহেলার কারণে স্কুলগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এমনিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে ক্লাস পরিচালনা ও যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের মতো শিক্ষা কর্মকাণ্ড একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। সেই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এ সংকট শিক্ষার্থীদের অভিভাবক মহলকে আরো দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ অবস্থার অবসান হওয়া জরুরি।

সরকারের উচিত দ্রুত ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানের মাধ্যমে যথাসময়ে নতুন বই সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং চুক্তিভঙ্গকারী প্রকাশকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারি অর্থে প্রকাশিত বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌছানোর আগেই কিভাবে ফুটপাতে নিউ মার্কেটে বিক্রি হয় তা খুঁজে বের করে এ অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করা।

সরকারের উচিত দ্রুত ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানের মাধ্যমে যথাসময়ে নতুন বই সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং চুক্তিভঙ্গকারী প্রকাশকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারি অর্থে প্রকাশিত বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌছানোর আগেই কিভাবে ফুটপাতে নিউ মার্কেটে বিক্রি হয় তা খুঁজে বের করে এ অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করা।